যুগান্তর

তারিখ ... 13 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৩...

মিরসরাই পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

মেধার চর্চা বাড়াতে গাইড পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে

পলাশ মাহবুব, *মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি*

সৃজনশীল পদ্ধতির সফলতার জন্য প্রথমেই গাইড বই পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীদের মেধার চর্চা বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগ কিংবা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম কোনো কাজেই আসবে না। যতদিন বাজারে গাইড বই থাকবে ততদিন শিক্ষার্থীরা চটজলদি ফল পেতে সেটিই অনুসরণ করবে। নিজেরা মেধা ও শ্রম দিয়ে পাঠ এবং প্রশ্নোত্তর তৈরিতে অভ্যস্ত হবে না। এমনটাই মনে করেন মিরসরাই উপজেলা সদরের মিরসরাই পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মহিউদ্দিন। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটিতে এক হাজার দু'শ শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন মাত্র ১১ জন শিক্ষক। এদের কারোরই সৃজনশীলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেই। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের অভিমত, সৃজনশীল শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও আধুনিকায়নের জন্য সঠিক পদ্ধতি। কিন্তু তার আগে শিক্ষকদেরও বর্তমান পদ্ধতিতে পাঠদানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা

হবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

হবে : বন্ধ করতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকরা এখনও আগের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত।

একটি উদাহরণ দিয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, 'দেরিতে হলেও সরকার সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন করে শিক্ষার্থীদের মেধা চর্চার নতুন দিক সৃষ্টি করেছে। যেমন— ব্যবসা শিক্ষায় আগের পাঠ পদ্ধতিতে আর্থিক বিবরণী, লাভ-ক্ষতি, উদ্বৃত্ত, পৃথক বিবরণীতে উল্লেখ করা হতো। সৃজনশীলে তা সহজতর করা হলেও দায়-সম্পদের বিষয়সহ কিছু কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এসব বিবরণী কোন ধরনের বিবরণীতে উল্লেখ করা হবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা নেই। এসব বিষয় সৃজনশীল পদ্ধতিতে আরও স্পষ্ট করা দরকার।' গাইড বই দ্রুত বন্ধ করা প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই গাইড বই পাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা যখন হাটে-বাজারে কোথাও গাইড বই পাবে না, তখনই তারা বাধ্য হয়ে পাঠে মনোনিবেশ করে পরিশ্রমী হবে, পাঠ তৈরি করে নেবে।

বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক আশীষ কুমার শীল জানান, ২০০১ সালে প্রণীত 'কমিউনিকেটিভ ইংলিশ' শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে প্রবর্তিত সৃজনশীল পদ্ধতি কার্যকর করতে হলে পুরো ক্লাসে লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিংসহ সব ক্ষেত্রে শুধু ইংরেজির ব্যবহারই নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই পাঠমুখী এই পদ্ধতি চালু করতে হবে।

তবে শ্রেণীপাঠ বৃদ্ধির কথা বললেন ইংরেজির সিনিয়র শিক্ষক জামান উদ্দীন। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিতে শ্রেণীপাঠ কমিয়ে দেয়ায় শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। সব শ্রেণীতে আগে সপ্তাহে ৯টি ক্লাস হতো। এখন হচ্ছে ৬টি ক্লাস। পদ্ধতিতে শ্রেণীপাঠ বৃদ্ধি না করলে ভালো ফল আশা করা যাবে না।

শিক্ষার্থীদের মেধার চর্চায় সৃজনশীল খুবই উপযোগী বলে উল্লেখ করেছেন বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষিকা খালেদা আক্তার। একই সঙ্গে শিক্ষকদের দ্রুত উপযুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা বলেন তিনি। খালেদা আক্তার বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিতে বর্তমানে বেসিক জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। তাই ছাত্রছাত্রীদের মেধা চর্চার জন্য এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে পাশাপাশি অনেক শিক্ষকই এর সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে। তাই শিক্ষকদেরও প্রস্তুত করতে হবে।

কাল ছাপা হবে : সীতাকুণ্ড গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিবেদন